ভূমিকা

الْـحَمْدُ للهِ وَكَفَى، وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى، أَمَّا بَعْدُ.

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ.

নিশ্চয়ই নামাজ মানুষকে অশ্লীল ও সব ধরনের মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।[১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, যারা নামাজ কায়েম করেছে এবং জাকাত প্রদান করেছে, তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট সংরক্ষিত রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[২]

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত :

১. আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল, এই সাক্ষ্য প্রদান করা।

---

১. সুরা আনকাবুত, আয়াত ৪৫

২. সুরা বাকারা, আয়াত ২৭৭

২. নামাজ কায়েম করা।
৩. জাকাত প্রদান করা।
৪. হজ আদায় করা।
৫. এবং রমযান মাসে রোজা রাখা।[৩]

হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি :

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، وَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ :انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذٰلِكَ.

কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে সর্বপ্রথম তার নামাজের হিসাব নেওয়া হবে। যদি নামাজ ভালো হয়, তাহলে সে সফল হবে ও মুক্তি লাভ করবে। আর যদি তা নষ্ট হয়, তাহলে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি ফরজ নামাজে কোনো ঘাটতি পাওয়া যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা বলবেন, দেখো, আমার বান্দার কোনো নফল নামাজ আছে কি-না। থাকলে সেই নফল দ্বারা ফরজের ঘাটতি পূর্ণ করা হবে। এরপর তার অন্য আমলগুলোর (রোজা, জাকাত ইত্যাদি) হিসাবও এভাবেই নেওয়া হবে।[৪]

ইসলামে নামাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ একটি ইবাদত। হাদিসে নামাজের প্রতি অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পরপারে রওয়ানা হন, তখন তাঁর মুবারক জবান থেকে সর্বশেষ যে শব্দগুলো উচ্চারিত হয়েছিল, তা হলো এই,

كان آخرُ كلامِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الصلاةَ الصلاةَ! اتقوا اللهَ فيما ملكت أيمانُكم.

৩. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৮; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৬
৪. সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ৪৩৮

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ বাক্য ছিল, নামাজ, নামাজ! (অর্থাৎ নামাজের হেফাজত করো) আর তোমাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।[৫]

আরেকটি হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.

আমার চোখের শীতলতা রয়েছে নামাজের মধ্যে।

এ সকল আয়াত ও হাদিস থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নামাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। নামাজ এত গুরুত্বপূর্ণ এক ইবাদত, যা পরিত্যাগ করলে মানুষ কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যায়![৬] অপরদিকে নামাজের হেফাজত করার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের প্রিয় বান্দায় পরিণত হয়ে জান্নাতের হকদার হয়ে যায়।

তাই আমরা এ গ্রন্থে ইসলামে নামাজের গুরুত্ব, মর্যাদা ও ফজিলত সম্পর্কে কিছু আলোচনা উপস্থাপনের প্রয়াস করব ইনশাআল্লাহ। আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করি, তিনি যেন এই পুস্তিকাটি সবার জন্য কল্যাণকর ও উপকারী বানান, এবং লেখক—আবু হামদান-এর জন্য নাজাতের মাধ্যম বানান। পাশাপাশি আমাদের সবাইকে নামাজের প্রতি যত্নবান বানান এবং ওয়াক্ত অনুযায়ী পরিপূর্ণ খুশু-খুজু সহকারে নামাজ আদায়ের তাওফিক দান করেন। আমিন।

দুআর মুহতাজ
আবু উক্কাশা
বৃহস্পতিবার, মাগরিব
১১ জানুয়ারি ২০১৫ ঈসায়ি

---

৫. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৫১৫৬

৬. এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, অস্বীকারের উদ্দেশ্যে নামাজ পরিত্যাগ করা। যদি অস্বীকারের উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ নামাজ পরিত্যাগ করে বা ছেড়ে দেয়, তবে সে কাফের হবে না ইনশাআল্লাহ। তবে এভাবে নামাজ পরিত্যাগ করা খুবই ভয়ংকর গোনাহ, যার শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আল্লাহই ভালো জানেন।

অনুবাদকের কথা

নামাজ মুসলমানের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটি কেবল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেড়ে কিছু কর্ম সম্পাদনের নাম নয়; বরং এটি বান্দা ও তার রবের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ এক মাধ্যম। যখন একজন মুমিন নামাজে দাঁড়ায়, তখন সে বিনয়ের সঙ্গে তার রবের সামনে নিজেকে পুরোপুরিভাবে সমর্পণ করে দেয়। নামাজ মানুষকে সৎকর্মের প্রতি আহ্বান জানায় এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখে। নিয়মিত নামাজ আদায়ের ফলে জীবনে শৃঙ্খলা আসে, অন্তরে প্রশান্তি জন্মে এবং আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায়।

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাজ হলো ইসলামের স্তম্ভ। যে তা প্রতিষ্ঠা করে, সে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করে, আর যে তা ত্যাগ করে, সে দীনকে ধ্বংস করে।' অন্য এক হাদিসে তিনি বলেছেন, 'বান্দা ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ।'
এই দুটি হাদিস প্রমাণ করে যে, নামাজ অন্য কোনো আমলের মতো মামুলি কোনো আমল নয়; বরং এটি একজন মুসলিমের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণকারী ইবাদত। যতদিন সে বেঁচে থাকবে, ততদিন তার ওপর এটি অবশ্যক থাকবে।

এই ছোট পুস্তিকায় লেখক নামাজের গুরুত্ব, ফজিলত ও অপরিহার্যতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া এতে নামাজ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কিছু বিধান ও মাসআলা তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি, এটি পড়ার পর পাঠকের হৃদয়ে নামাজের প্রতি গুরুত্ব, সচেতনতা, ও আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পাবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে যথাসময়ে পূর্ণ খুশু-খুযুর সঙ্গে নামাজ আদায়ের তাওফিক দান করুন। আমিন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

বিনীত
ইমতিয়াজ মাহমুদ
১৭ অক্টোবর ২০২৫

সূচিপত্র

ইসলাম কিছু বিষয়ের সমষ্টির নাম১৩
ঈমান আনার পর সর্বপ্রথম হুকুম নামাজ১৩
ইসলামে নামাজের মর্যাদা১৫
দুটি বিশেষ আমল১৯
নাবালেগ শিশুকে নামাজের নির্দেশ২১
ইসলামে নামাজের অবস্থান২২
ইসলামে নামাজের গুরুত্ব২২
নামাজের ফজিলত২৬
আয়াতুল কুরসির ফজিলত২৮
নামাজে খুশু-খুজু৩১
খুশু-খুজু সম্পর্কে নবিজির হাদিস৩১
সাহাবা-তাবেয়িদের নামাজ ও কুরআনের প্রতি ভালোবাসা৩৪
নামাজের ফজিলত৩৬
লোকমান হাকিমের সন্তানের প্রতি চারটি উপদেশ৩৮
নামাজ সকল সমস্যার সমাধান৪০
নামাজের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের একটি ঘটনা৪২
নামাজের মাধ্যমে মুক্তি লাভের শিক্ষণীয় ঘটনা৪২
নামাজের উপকারিতা৪৫
নামাজ অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে (একটি শিক্ষণীয় ঘটনা)৪৬
জামাতের সাথে নামাজ পড়ার ফজিলত৪৭
জামাতে নামাজ না পড়ার ব্যাপারে কঠিন হুঁশিয়ারি৪৯
যে নামাজ নারীদের পরিপূর্ণ নামাজ৫১
নামাজ না পড়া বা কাজা করার ভয়াবহ পরিণতি৫২
বেনামাজির পরিণতি৫৩

পরিবার ও সমাজে বেনামাজির মন্দ প্রভাব৫৪
বেনামাজি সম্পর্কে ফতোয়া৫৫
বেনামাজি থেকে শূকরও আশ্রয় চায়৫৫
মানুষের নামাজে অবহেলা৫৬
নামাজে গাফিলতির শাস্তির ঘটনা৫৭
অজুর ফজিলত৫৮
ফরজ নামাজের ওয়াক্তসমূহ৬০
নামাজের রাকাত সংখ্যা৬১
নামাজের নিষিদ্ধ সময়সমূহ৬১
পবিত্রতার বর্ণনা৬২
অজুর ফরজসমূহ৬৩
অজুর সুন্নতসমূহ৬৩
অজুর মুস্তাহাবসমূহ৬৪
অজুর মাকরূহ বিষয়সমূহ৬৪
অজু ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ৬৪
গোসলের ফরজসমূহ৬৫
গোসলের সুন্নতসমূহ৬৫
গোসলের মাকরূহসমূহ৬৫
নামাজের ফরজসমূহ৬৫
নামাজের ওয়াজিবসমূহ৬৬
নামাজের সুন্নতসমূহ৬৭
নামাজের মুস্তাহাবসমূহ৬৮
নামাজ ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ৬৮
নামাজের মাকরূহ বিষয়সমূহ৬৯
সিজদায়ে সাহু সম্পর্কিত মাসআলা৭০
সিজদায়ে সাহুর পদ্ধতি৭০
কসর-এর নামাজ৭০
কসরের নামাজের নিয়ত৭১
কসরের বিধান৭১
কসরের আরেকটি বিধান৭১
নারী-পুরুষের নামাজের পার্থক্য৭১

ইসলাম কিছু বিষয়ের সমষ্টির নাম

ইসলাম হলো মৌলিক কিছু উপাদানের সমষ্টি। যেমন, আকিদা, ইবাদত, আখলাক, মুআমালাত-মুআশারাত, হুদুদ ইত্যাদি। আর এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক ও বুনিয়াদি উপাদানটির নাম হলো আকিদা। যদি আকিদা বিশুদ্ধ ও সঠিক হয়, তাহলে বাকি আমলসমূহ আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হওয়ার পূর্ণ আশা করা যায়। আর যদি আকিদা বিকৃত ও খারাপ হয়, তাহলে আমল কবুল হওয়ার আশা করা যায় না। এ কারণেই সকল নবি আলাইহিমুস সালাম তিনটি বিষয়ে একমত ছিলেন—

১. তাওহিদ।
২. নবুওয়াত।
৩. কিয়ামত।

হাদিস শরিফে এসেছে, যখন মানুষকে কবরের মধ্যে রাখা হয়, তখন সর্বপ্রথম তাকে তিনটি প্রশ্ন করা হয় :

مَنْ رَبُّكَ؟ مَنْ نَبِيُّكَ؟ مَا دِينُكَ؟

তোমার রব কে? তোমার নবি কে? তোমার দীন কী?[৭]

ঈমান আনার পর সর্বপ্রথম হুকুম নামাজ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

> আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের ওপর সর্বপ্রথম যে জিনিস ফরজ করেছেন তা হলো নামাজ। আর কিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাবও হবে নামাজের। সুতরাং নামাজ সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো।

৭. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৭৫৩

ইবাদত তো অনেক আছে। নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ঈমান আনার পর সর্বপ্রথম যে হুকুম দিয়েছেন, তা হলো নামাজের হুকুম। অর্থাৎ প্রথমে ঈমান, তারপরই নামাজ।

সুরা বাকারার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ.

এই সেই কিতাব (কুরআন), যাতে কোনো সন্দেহ-সংশয় নেই। এটি মুত্তাকিদের জন্য হেদায়েত। যারা অদৃশ্যের ওপর ঈমান আনে এবং নামাজ কায়েম করে।[৮]

মুত্তাকিদের অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমটি হলো অদৃশ্যের ওপর ঈমান আনা। আর দ্বিতীয়টি হলো নামাজ কায়েম করা। বোঝা গেল, ইবাদতের মধ্যে নামাজই সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যেমনটা আমরা কুরআন থেকে ইতিমধ্যে স্পষ্টভাবে জানতে পেরেছি। গোনাহের ক্ষেত্রেও কুরআনে একই ধারাবাহিকতা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى.

সে সত্যায়নও করেনি, নামাজও আদায় করেনি।[৯]

আল্লাহ তাআলা কুরআনে ৮২ বার নামাজের হুকুম দিয়েছেন। পাশাপাশি হাদিস শরিফে নামাজের ব্যাপারে অসংখ্যবার তাগিদ এসেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ বাণীগুলোর মধ্যেও এই উপদেশ ছিল,

الصلاةَ الصلاةَ وَما ملكت أيمانُكم.

নামাজের প্রতি যত্নবান হও, নামাজের প্রতি যত্নবান হও, আর তোমাদের অধীনস্থদের সাথে সদ্ব্যবহার করো।[১০]

প্রথম কথা হলো, কুরআনে অসংখ্য বিধি বিধান নাজিল হয়েছে, কিন্তু মহান রব বারবার নামাজের হুকুম দিয়েছেন। এমনকি শত শত বার 'নামাজ কায়েম করো', এভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। তবুও আমরা গাফিল! নামাজের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই, কোনো গুরুত্বও নেই।

---

৮. সুরা বাকারা, আয়াত ২-৩

৯. সুরা কিয়ামাহ, আয়াত ৩১

১০. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২৬৯৮

একটি উদাহরণ দেখা যাক। মনে করুন, আমরা কাউকে কোনো কাজ করতে বললাম। সে যদি তা না মানে, তাহলে আমাদের কী অবস্থা হয়? দু-তিনবার বলার পরও যদি সে তা না করে, তাহলে তা আমাদের পক্ষে সহ্য করা কঠিন হয়ে যায়। যদি সে আমাদের অধীনস্থ হয়, তাহলে তাকে শাস্তি দিই বা চাকরি থেকে বরখাস্ত করি। কেন? কারণ সে কথা শোনেনি!

অথচ আমাদের আল্লাহ তাআলা শত শত বার নামাজ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, তবুও আমরা নামাজ আদায় করতে অবহেলা করি এবং শত শত নামাজ কাজা করে ফেলি। শয়তান একটি মাত্র সিজদা অস্বীকার করেছিল, তাই সে চিরতরে অভিশপ্ত হয়ে গেলো। অথচ আমরা 'আমলিভাবে' লক্ষ লক্ষ সিজদা অস্বীকার করে বসে আছি। তবুও আল্লাহ কত পরম করুণাময় ও দয়ালু সত্তা যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর দেওয়া অগণিত নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করেননি!

ইসলামে নামাজের মর্যাদা

নামাজ খুবই মহিমান্বিত ইবাদত। মানুষকে যত হুকুম-আহকাম দেয়া হয়েছে, সবই পৃথিবীর অভ্যন্তরে নাজিল হয়েছে। সমস্ত ফরজ বিধান পৃথিবীতেই ফরজ করা হয়েছে। কিন্তু নামাজ এমন গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যার ফরজ হওয়ার ব্যাপারটি ঘটেছে আসমানে। হাদিস শরিফে বিশদভাবে মিরাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের রাতে একাধিক নবি-রাসুলদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। আসমানসমূহ পেরিয়ে তিনি সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছন। জান্নাত ও জাহান্নাম পরিদর্শন করেন। ফেরার পথে হজরত মুসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করেন, 'আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আপনি কী পেয়েছেন?'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমার ওপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়েছে।'

হজরত মুসা আলাইহিস সালাম বলেন, 'হে মুহাম্মদ! আমি আমার উম্মতকে দুর্বল পেয়েছি। আপনার উম্মতও দুর্বল। তারা এই পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে সক্ষম হবে না। সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের দরবারে ফিরে যান এবং নামাজ কমানোর দরখাস্ত করুন।'

তখন রহমাতুল্লিল আলামিন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের প্রতি দয়াবান হয়ে আল্লাহর দরবারে ফিরে যান।

এভাবে তিনি মোট নয় বার রবের কাছে ফিরে যান এবং প্রতিবারই পাঁচ ওয়াক্ত করে নামাজ কমিয়ে দেওয়া হয়। অবশেষে মাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ অবশিষ্ট রাখা হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

> ‘হে আমার প্রিয় হাবিব! এখন তোমার উম্মতের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হলো। যে ব্যক্তি নিয়মিত যথাসময়ে এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে, আমি রব্বুল আলামিন তাকে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব দান করব।’[১১]

---

১১. সহিহ মুসলিম থেকে বিস্তারিত হাদিসটি উল্লেখ করা হলো—

হজরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার কাছে বোরাক আনা হলো। বোরাক গাধা থেকে বড় এবং খচ্চর থেকে ছোট একটি সাদা রঙের জন্তু। যতদূর দৃষ্টি যায়, এক এক পদক্ষেপে সে ততদূর চলে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি এতে আরোহণ করি এবং বায়তুল মাকদিস পর্যন্ত এসে পৌঁছই। তারপর অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরাম তাদের বাহনগুলো যে রশিতে বাঁধতেন, আমি সে রশিতে আমার বাহনটিও বাঁধি। তারপর মসজিদে প্রবেশ করি এবং দুই রাকআত নামাজ আদায় করে বের হই।

জিবরাইল আলাইহিস সালাম একটি শরাবের পাত্র এবং একটি দুধের পাত্র নিয়ে আমার কাছে আসেন। আমি দুধ গ্রহণ করি। তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমাকে বললেন, আপনি ফিতরতকেই গ্রহণ করেছেন। তারপর জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমাকে নিয়ে উর্ধ্বলোকে উঠলেন এবং আসমান পর্যন্ত পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। বলা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাইল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হলো, আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ, ডেকে পাঠানো হয়েছে। অনন্তর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হলো। সেখানে আমি আদম আলাইহিস সালাম-এর সাক্ষাত পাই। তিনি আমাকে মুবারকবাদ জানান এবং আমার মঙ্গলের জন্য দুআ করেন।

তারপর জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমাকে উর্ধ্বলোকে নিয়ে চললেন। দ্বিতীয় আসমান পর্যন্ত পৌঁছে তিনি দরজা খুলতে বললেন। বলা হলো, কে? তিনি উত্তরে বললেন জিবরাইল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হলো, তাকে কি আনতে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ, তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তারপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হলো। সেখানে আমি ঈসা ইবনে মারইয়াম ও ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া আলাইহিমাস সালাম, দুই খালাতো ভাইয়ের সাক্ষাত পাই। তারা আমাকে মারহাবা বলেন এবং আমার জন্য কল্যাণের দুআ করেন।

তারপর জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমাকে নিয়ে উর্ধ্বলোকে চললেন এবং তৃতীয় আসমানের দারপ্রান্তে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। বলা হলো, কে? তিনি বললেন, জিবরাইল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হলো, আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

তারপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হলো। সেখানে ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর সাক্ষাত পেলাম। সকল সৌন্দর্যের অর্ধেক দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দুআ করলেন।

তারপর জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমাকে নিয়ে চতুর্থ আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। বলা হলো, কে? বললেন, জিবরাইল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হলো, আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তারপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হলো। সেখানে ইদরিস আলাইহিস সালাম-এর সাক্ষাত পেলাম। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দুআ করলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন : وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا 'এবং আমি তাকে উন্নীত করেছি উচ্চ মর্যাদায়' (৫৭:১৯)।

তারপর জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানের দারপ্রান্তে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। বলা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরাইল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হলো, আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। অনন্তর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হলো। সেখানে হারুন আলাইহিস সালাম-এর সাক্ষাত পেলাম। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দুআ করলেন।

তারপর জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমাকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানের দারপ্রান্তে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। বলা হলো, কে? তিনি বললেন, জিবরাইল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হলো, আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ, তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তারপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হলো। সেখানে মুসা আলাইহিস সালাম-এর সাক্ষাত পেলাম। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং আমার কল্যাণের জন্য দুআ করলেন।

তারপর জিবরাইল আলাইহিস সালাম সপ্তম আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। বলা হলো, কে? তিনি বললেন, জিবরাইল। বলা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হলো, আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তারপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হলো। সেখানে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর সাক্ষাত পেলাম। তিনি বায়তুল মামুরে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছেন। বায়তুল মামুরে দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা তাওয়াফের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেন, যারা আর সেখানে পুনরায় ফিরে আসার সুযোগ পান না।

তারপর জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে গেলেন। সে বৃক্ষের পাতাগুলো হস্তিনীর কানের মতো আর ফলগুলো বড় বড় মটকার মতো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে বৃক্ষটিকে যখন আল্লাহর নির্দেশে যা আবৃত করে তখন তা পরিবর্তিত হয়ে যায়। সে সৌন্দর্যের বর্ণনা দেওয়া আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর আল্লাহ তাআলা আমার ওপর যা ওহি করার তা ওহি করলেন। আমার উপর দিন-রাতে মোট পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করলেন। এরপর আমি মুসা আলাইহিস সালাম-এর কাছে ফিরে আসলাম। তিনি আমাকে বললেন, আপনার প্রতিপালক আপনার ওপর কি ফরজ করেছেন। আমি বললাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ। তিনি বললেন, আপনার

অর্থাৎ,

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا.

যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন একটি নেক আমল নিয়ে আসবে (যে আমল আল্লাহর কাছে ইখলাসের কারণে কবুল হয়েছে), তার জন্য দশগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে।

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইসলামে নামাজের কত মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে। এমনকি এই বিধান দেওয়ার জন্য নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসমানে ডেকে নেওয়া হয়েছিল।

প্রতিপালকের কাছে ফিরে যান এবং একে আরো সহজ করার আবেদন করুন। কেননা আপনার উম্মত এ নির্দেশ পালনে সক্ষম হবে না। আমি বনি ইসরাইলকে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তখন আমি আবার প্রতিপালকের কাছে ফিরে গেলাম এবং বললাম, হে আমার রব! আমার উম্মতের জন্য এ হুকুম সহজ করে দিন। পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দেওয়া হলো। তারপর মুসা আলাইহিস সালাম-এর কাছে ফিরে এসে বললাম, আমার থেকে পাঁচ ওয়াক্ত কমানো হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মত এ-ও পারবে না। আপনি ফিরে যান এবং আরো সহজ করার আবেদন করুন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এভাবে আমি একবার মুসা আলাইহিস সালাম ও একবার আল্লাহর কাছে আসা-যাওয়া করতে থাকলাম। অবশেষে আল্লাহ তাআলা বললেন, হে মুহাম্মাদ! যাও, দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নির্ধারণ করা হলো। প্রতি ওয়াক্ত নামাজে দশ ওয়াক্ত নামাজের সমান সওয়াব রয়েছে। এভাবে (পাঁচ ওয়াক্ত হলো) পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সমান। যে ব্যক্তি কোনো নেক কাজের ইচ্ছা করল এবং তা কাজে বাস্তবায়ন করতে পারল না, আমি তার জন্য একটি সওয়াব লিখব; আর তা কাজে বাস্তবায়ন করলে তার জন্য লিখব দশটি সওয়াব। পক্ষান্তরে যে কোনো মন্দ কাজের অভিপ্রায় করল, অথচ তা কাজে পরিণত করল না, তার জন্য কোনো গুনাহ লেখা হয় না। আর তা কাজে পরিণত করলে তার উপর লেখা হয় একটি মাত্র গুনাহ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর আমি মুসা আলাইহিস সালাম-এর কাছে নেমে এলাম এবং তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করলাম। তিনি তখন বললেন, প্রতিপালকের কাছে ফিরে যান এবং আরো সহজ করার প্রার্থনা করুন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ বিষয় নিয়ে বারবার আমি আমার রবের কাছে আসা-যাওয়া করেছি, এখন পুনরায় যেতে লজ্জা হচ্ছে। (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৬২)